রামায়ণম্

সংস্কৃতভাষা দেবভাষা নামে পরিচিত। সংস্কৃতভাষাতে মানবসংস্কৃতির ইতিহাস সুরক্ষিত আছে। এই সংস্কৃতভাষা সমস্তভাষা অপেক্ষা প্রকারে বিস্তারে এবং সৌন্দর্যে মহান। সংস্কৃত সর্বদা জীবিত ভাষার পরিচয় বহন করে যেহেতু এই ভাষাতেই পুরাতন সমস্ত গ্রন্থ লিখিত আছে। রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থই তার পরিচয়।

সংস্কৃতভাষায় রচিত রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকির আদিকাব্য হিসাবে সংস্কৃতসাহিত্যে পরিচিত। মহর্ষি বাল্মীকি কার প্রেরণায় আদিকাব্য রচনা করেছিলেন এই বিষয়ে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে তা হল- তমসা নদীর তীরে সশিষ্য বাল্মীকি এসেছেন স্নানের জন্য। সহসা সেই সময়ে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি আর্তনাদ করে ওঠে। ঋষি সামনে দেখতে পান এক ব্যাধের শরাঘাতে এক ক্রৌঞ্চ মরে পড়ে আছে আর ক্রৌঞ্চী করুণ বিলাপ করছে। এই করুণ ক্রন্দন ঋষি হৃদয়কে বিদীর্ণ করে। তার কণ্ঠ থেকে ব্যাধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তীব্র অভিশাপ বাণী -

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যত্ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ঋষির মুখ থেকে নিঃসৃত করুণযুক্ত সুগভীর শোক পরিণত হয় শ্লোকে। ঋষি বাল্মীকির ছন্দবদ্ধ শ্লোক আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা ও মহর্ষি নারদ। ব্রহ্মার নির্দেশে এবং নারদের উপদেশে নারদোক্ত রামকথা অবলম্বনে অনুষ্টুভ্ ছন্দে ৭ কাণ্ড (আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, উত্তর), ৫০০ অধ্যায় ও ২৪ হাজার শ্লোকের করুণরসাশ্রিত রামায়ণ রচনা করেন।

রচনাকাল

রামায়ণ কোন কালে রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা সহজ নয় কারণ রামায়ণে যেমন আছে মূল অংশ, তেমনই আছে প্রক্ষিপ্ত অংশ। আবার প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ও বিভিন্ন সময়ে যোগ করা হয়েছে। কাজেই কালগত বৈষম্যের ফলে সমগ্র রামায়ণের একটি নির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যাই হোক এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও কতকগুলি মত আলোচনা করা যেতে পারে – জ্যাকোবি ও

ম্যাকডোনালের মতে রামায়ণ প্রাক্ বুদ্ধযুগের রচিত কাব্য। এর রচনাকাল ৮০০ - ৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। কীথ এর মতে রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে রচিত। উইন্টারনিৎস্ ও বুলকের মতে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকই রামায়ণের রচনাকাল। জ্যাকোবির মতকে স্বীকার করে নিয়ে ওয়েবার কতগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যেমন –

১. ভারতবর্ষের গ্রীক আক্রমণের পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। তাই রামায়ণে যবন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে স্থাপিত পাটলিপুত্রের নাম রামায়ণে অনুপস্থিত।

৩. বাল্মীকির ভাষা বহু ক্ষেত্রে পাণিনির ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলেনি তাই মনে করা যায় রামায়ণ পাণিনির আগে রচিত।

৪. বৌদ্ধযুগে স্থাপিত মিথিলা ও বিশালা নামে দুটি নগরীর মিলিত রূপ বৈশালী নগরী রামায়ণে নেই তাই মনে করা হয় রামায়ণ বৌদ্ধযুগের আগে রচিত।

৫. রামায়ণে প্রচলিত অযোধ্যা বৌদ্ধযুগে সাকেত নামে পরিচিত।

৬. রামায়নে পালিভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং, বৌদ্ধযুগের বহু পূর্বেই (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) রামায়নের মূল অংশের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ

সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত রামায়ণকে আমরা যে আকারে পাই সেটাই রামায়ণের মূল রূপ কিনা এবং তা একই কবির রচনা কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রামায়ণের আদি ও সপ্তম কাণ্ড পুরোপুরি প্রক্ষিপ্ত বা সংযোজিত। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। যেমন –

১. আদি ও সপ্তম কাণ্ডে রামচন্দ্র হলেন বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু বাকি পাঁচটি কাণ্ডে দেখা যায় যে তিনি একজন আদর্শ, অমিতবিক্রমী মানুষ।

২. এই দুই কাণ্ডের রচনাশৈলী ও ভাষা অপর পাঁচটি কাণ্ডের তুলনায় নিম্নমানের।

৩. বালিদ্বীপে প্রাপ্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড নেই।

৪. প্রথমকাণ্ডে যে সব কথা বলা হয়েছে অন্য পাঁচটি কাণ্ডে কোথাও তাঁর উল্লেখ তো নেই-ই , উপরন্তু তার বিরোধিতা দেখা যায়।

৫. এই দুই কাণ্ডে নানা প্রকার আখ্যান ও উপাখ্যান সংযোজিত হওয়ায় মূল ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত দেখা যায়।

৬. যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণ পাঠের ফলের উল্লেখ আছে। এটাই মূল রামায়ণের সমাপ্তি বাক্য বলেই মনে হয়।

৭. উত্তরকাণ্ডের বিস্তৃত পরিসরে রাম-সীতার কাহিনী মাত্র এক তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট অংশ নানা আখ্যানের সমাবেশে পূর্ণ।

৮. আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিকে রামচন্দ্রের সমকালীন কবিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণের বাল্মীকি এক পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব।

৯. বালকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের উক্তি থেকে জানা যায় যে ২৪০০০ শ্লোকে রামায়ণ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাওয়া বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা অনেক বেশি।

১০. রামায়ণের বহু পুঁথির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে ষষ্টকাণ্ডের অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্তটিও পরবর্তিকালের সংযোজন।

১১. অবশেষে বলা যায় যে বাল্মীকির রামায়ণ ষষ্টকাণ্ডেই পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ রাবণকে বধ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম অযোধ্যায় ফিরে রাজসিংহাসনে বসেন। রাজ্যের সর্বত্র শান্তির বাতাবরণ। এই পর্যন্ত পাঠ করে পাঠকরাও সন্তুষ্ঠ। বাল্মীকি অযথা ক্লান্তিকর সপ্তম কাণ্ডের রচনা কেনো করতে যাবেন।

উপরিউক্ত যুক্তিগুলি থেকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন যে, আদি ও সপ্তম কাণ্ড মূল রামায়ণের পরবর্তিকালে সংযোজিত হয়। প্রথমদিকে গায়ক ও কথকশ্রেণীর মুখে রামায়ণ গীত হত এবং শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্য তারা বিশেষ বিশেষ বর্ণনাকে নিজের খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন করত।

Purna Chandra sahoo

Dept. Of Sanskrit

Bhatter College, Dantan